মুজিবনগরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

“বর্জ্যের পরিশোধন নিশ্চিত হবে টেকসই স্যানিটেশন”হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক হই”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আয়োজনে, পালিত হয়েছে “জাতীয় স্যানিটেশন মাস “বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২২।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গন থেকে একটি র্যালী বের হয়ে বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই জায়গায় গিয়ে শেষ হয়।

র্যালীতে অংশগ্রহণ করেন, উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং মুজিবনগর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। সেখানে সঠিক পদ্ধতিতে হাত হাত ধৌত করার মাধ্যমে দিবসটির উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

পরে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম “জাতীয় স্যানিটেশন মাস “বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২২ উপলক্ষর উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে

[redacted]

[redacted]

শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন।

বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা

গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।

শুধ শামিম রেজা নয়, “অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার
কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজনকে আটক করে তাদের স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের অনুসন্ধানে নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি

কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

মেহেরপুরে ভোটারদের বাড়ি গিয়ে, ফোনে টাকা ফেরত চাচ্ছেন পরাজিত প্রার্থীরা

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে জিততে জেলার কয়েকজ সদস্য প্রার্থী ভোটারদের এক লাখ টাকা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ প্রার্থীরা নির্বাচনে জিততে পারেননি। নির্বাচনে হেরে এখন ভোটারদের কাছে টাকা ফেরত নিতে তাঁরা চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পরাজিত প্রার্থীদের চাপে কয়েকজন ভোটার প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের (গাংনী উপজেলা) পরাজিত দুই সদস্য প্রার্থী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন অন্তত দুজন ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও চারজন ইউপি সদস্য। গত সোমবার ওই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মজিরুল অটোরিকশা প্রতীক ও হাফিজুর তালা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন।

ভোট দেওয়ার বিপরীতে টাকা নেওয়া ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কেউই নিজেদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। তাঁরা বলেন, নির্বাচনে জিততে মজিরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমান ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোর করে এক লাখ টাকার বান্ডিল দিয়ে আসেন। ভোটে তাঁরা দুজনই পরাজিত হয়েছেন। এখন তাঁরা ওই টাকা ফেরত চাচ্ছেন। কিন্তু ভোটারদের অনেকে সেই টাকা ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছেন।

এ বিষয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবু আনছার বলেন, নির্বাচনে অর্থ লেনদেনের বিষয়টি আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা

পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রী স্বপ্না খাতুনকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।স্বপ্না খাতুন বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বুধবার (১৯ অক্টোবর) সকালের দিকে ঝিনাইদহ আমেরচারা নামক গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় স্বামী উজ্জল হোসেন পলাতক রয়েছে। উজ্জল মেহেরপুর সদর উপজেলার খন্দকারপাড়া এলাকার তাজ উদ্দীনের ছেলে। স্বপ্না খাতুন একউ উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের আরিফুল ইসলামের মেয়ে।

পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়ে এই দম্পত্তি ঝিনাইদহ আমের চারা গ্রামে বসবাস করে আসছিলেন। বুধবার সকালের দিকে তাদের দুজনের মধ্যে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্বামী উজ্জল তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুনকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা চালান। এসময় প্রতিবেশীরা টের পেয়ে ছুটে আসলে স্বামী উজ্জল পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে স্বপ্নার পরিবারের লোকজন ঝিনাইদহ হাসপাতাল থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

স্বপ্নার বাবা আরিফুল ইসলাম বলেন, বিয়ের পর থেকেই জামায় আমার মেয়ের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। পারিবারিক কলহ হলে সে আমার মেয়েকে নির্যাতনন শুরু করে। এক পর্যায়ে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করে। পাশের বাড়ির লোকজন জানতে পেরে ছুটে আসলে সে পালিয়ে যায়। বর্তমানে আমার মেয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ভর্তি

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জেলা শ্রেষ্ট এসআই মনোনীত

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সর্বোচ্ছ হুকুম তামিল, করায় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদকে শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক (এসআই) নির্বাচিত করে পদক ও পুরুস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলশেডে অনুষ্ঠিত পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভূষিত হয়।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও নগদ অর্থ তুলে দেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে এসআই মাসুদ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, আসামি গ্রেফতার, আদালতের হুকুম তামিলসহ নানা কারণে তিনবার জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নবম বারের মত চৌকস পুলিশ অফিসার হলেন এএসআই শাকিল খান

নবমবারের মত চৌকস পুলিশ অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খান।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভায় এএসআই

শাকিল খানকে চৌকস পুলিশ অফিসার হিসেবে ক্রেষ্ট তুলে দেন পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলশেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে পুরুস্কারে ভূষিত করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এসএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলসহ জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা।

এর আগেও এএসআই শাকিল খান মাদক উদ্ধার ও আসামি গ্রেফতার এবং আদালতের পরোয়ানা তামিলেও তাকে চৌকস পুলিশ অফিসার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ২দিনব্যাপী তথ্য অধিকার মেলার উদ্বোধন

তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ২ দিন ব্যাপী তথ্য অধিকার মেলা শুরু হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও সনাকের আয়োজনে বুধবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা।

উদ্বোধন শেষে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সভাপতি সায়েদুল আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, সদর

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ সেখ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, সনাকের সহ-সভাপতি সাংবাদিক এম সাইফুল মাবুদ ও সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল।

আলোচনা সভায় বক্তারা, তথ্যের অবাধ প্রবাহের নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করা হয়। দুই দিন ব্যাপী এ তথ্য মেলায় সরকারি ও বেসরকারি ২৯ টি দপ্তরের স্টল রয়েছে।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানববন্ধন

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদের দুর্নীতি,স্বেচ্ছাচারিতাও আত্মীয় করনের প্রতিবাদ ও অপসারণ চেয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টার সময় সুশীল সমাজ ও এলাকাবাসীর ব্যানারে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভিতরে এ মানববন্ধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল,উপজেলার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শেখ শাহিন, মসজিদের মুসল্লি ঠান্ডু রহমান, শফিক উদ্দিন,আব্দুর রশিদ। এ সময় মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী সাধারণ। একাত্বতা ঘোষনা করেন,সমাজের বিভিন্ন মহলের মানুষ। ঘন্টাব্যাপী চলে এ মানববন্ধন।

মানববন্ধনে উপস্থিত বক্তারা বলেন,এ কর্মকর্তা এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদানের পর একের পর অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন। বিষয়টি প্রায় পত্রিকা ও অনলাইন পোটালে সংবাদ ও প্রকাশিত হয়েছে। এরপরও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে আমঝুপি,মউক এর হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটি ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে।

খাদ্যে অধিকার কমিটির সদস্য হাজী আজগর আলী মাষ্টার এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন। আরো বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন, সমাজ সেবক শহিদুল্লাহ, আঃ রাকিব, ইমাম ওজিউর রহমান ও মানবধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

বক্তাগন সরকারের দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ মালা তুলে ধরেন। এর আগে একটি র্যালী আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে মউক প্রধান কার্যলয় চত্তরে এসে শেষ হয়।

সভার শেষে,মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটির পক্ষে সামাজিক সুরক্ষা কমৃসূচির বরাদ্দ বাড়ানো ও খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদির মুল্য কমানোর দাবীতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্বারক লিপি প্রদান করা হয়।

কোটচাঁদপুরে কিশোরদের

সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ, এ প্রতিপাদ্যে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন ও প্রশক্ষনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে এ সব দেয়া হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প(ইরেসপো) ২য় পর্যায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষনে সভাপতিত্ব ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন আহম্মদ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরডিপি ঝিনাইদহের উপপরিচালক আরিফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। কোটচাঁদপুর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকতা ও কোর্স পরিচালক সেলিম রেজা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী। এরপর ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এ সামগ্রীর মধ্যে ছিল,স্যানেটারী প্যাড,খাতা,কলম।

জানা যায়, এ প্রকল্পের আওতায় কোটচাঁদপুরে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থান পেয়েছেন। যার মধ্যে ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোর্স পরিচালক বলেন,এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। এ ছাড়া ছাত্রীদেরকে এর মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিক করা হচ্ছে।